<u>অপর মামলা নং ১০৯/২০০৮</u>

উপস্থিত ঃ- মোঃ হাসান জামান, সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া , চট্টগ্রাম

আদেশ নং- ৮৬

তারিখ- ২১/০৬/ ২০২৩ ইং

অদ্য একতরফা আদেশের জন্য ধার্য আছে।

বাদীপক্ষ হাজিরা দাখিল করেছেন।

নথি আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

বাদীপক্ষ আরজির ১ নং তফসিলোক্ত সম্পত্তিতে স্বত্ব এবং উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভ্রমাত্বকভাবে রেকর্ড হয়েছে মর্মে ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় ১-১২ নং বিবাদীদের বিরুদ্ধে অত্র মামলা দায়ের করেন।

বাদীর আরজির মূল বক্তব্য এই, নালিশী আর এস ৩৮৩ খতিয়ানের উপরিস্থ জমিদার ছিল নবীন চন্দ্র বিশ্বাস গং এবং দখলদার ছিল ফারছি গং। জমিদার নবীন চন্দ্র বিশ্বাস মরনে তৎ পুত্র ভারত চন্দ্র বিশ্বাস গং ও অন্যান্য জমিদার নালিশী ৩৮২ খতিয়ান সহ অনালিশী খতিয়ানের সম্পত্তি বকেয়া খাজনার দায়ে ফারছি গং দের বিরুদ্ধে পটিয়ার ৩য় মুন্সেফী আদালতে ১২৭৮/১৯৩৮ কর মামলা দায়ের করে। উক্ত মামলা ডিক্রী হলে জমিদার ভারত চন্দ্র বিশ্বাস গং করজারি মামলা নং-২৭৩/১৯৪১ দায়ের করে। উক্ত মামলায় নালিশী খতিয়ানের ভুমি সহ অনালিশী খতিয়ানের ভুমি আহমদ হোসেন নিলাম খরিদ করেন এবং বয়নামা ও দখল দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। আহমদ হোসেন বিগত ০১/০১/১৯৫৩ ইং তারিখে কবলা মুলে নালিশী খতিয়ানের ভুমি আবদুছ ছত্তারের নিকট বিক্রয় করেন। আবদুছ ছত্তার উক্ত সম্পত্তি ১৪/০৩/১৯৫৩ ইং তারিখে গোলাম মোস্তফার নিকট বিক্রয় করেন। গোলাম মোস্তফা মরনে তৎ জেরওয়ারীশ ১-১২ নং বাদীগণ ও আহমদ হোসেন মরনে ১৩-২২ নং বাদীগণ হয়। এভাবে বাদীগণ নালিশী সম্পত্তি মৌরশীসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে নাল জমিতে ধান্য চাষাবাদে ভোগদখলে নিয়ত আছেন। নালিশী সম্পত্তির ভুল বি এস রেকর্ডের কারনে স্বত্ব দখলহীন বিবাদীগণ নালিশী সম্পত্তি দাবি করিলে বাদীগণ অত্র মামলা আনয়ন করেন।

১-১২ নং বিবাদীর প্রতি সমন সঠিকভাবে জারি করা হলেও তারা অত্র মামলায় হাজির হতে ব্যর্থ হয়। যার প্রেক্ষিতে বিগত ২৭/০৩/২০১৯ ইং তারিখের ৫৬ নং আদেশমূলে তাদের বিরুদ্ধে অত্র মামলা এক-তরফা শুনানীর জন্য ধার্য হয়।

বাদীপক্ষ তাহার মামলা প্রমানার্থে ০২ জন সাক্ষী **মোঃ নুরুল আজিম কে P.W.-1** এবং মতিউর রহমান কে **P.W.-2** হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। বাদীপক্ষ দাবির সমর্থনে নিন্মবর্নিত কাগজাদি দাখিল করেন।

১। আর এস- ৩৮২ নং খতিয়ান ও বি এস ৯৪৭ নং খতিয়ান এর সি.সি প্রদর্শনী- ১ সিরিজ

২। করজারি মামলার বয়নাম ও দখল দেওয়ানীর সি.সি প্রদ- ২ সিরিজ

৩। ০১/০১/১৯৫৩ ইং তারিখের ১৪১১ নং কবলার সি.সি প্রদর্শনী-৩

৪। ১৪/০৩/১৯৫৩ ইং তারিখের ১৪১৩ নং পাট্টার সি.সি প্রদর্শনী-৪

বিবাদীপক্ষ অত্র মামলায় হাজির না হওয়ায় বাদীর আরজি বক্তব্য বাদীপক্ষের উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্যর আলোকে বিবেচনায় নিতে হবে। প্রদর্শনী-১ আর এস খতিয়ান নং ৩৮২ হতে দেখা যায়, উক্ত খতিয়ানে উপরিস্থ জমিদার হিসাবে নবীন চন্দ্র বিশ্বাস গং এবং দখলদার হিসাবে ফারছি গং ছিলেন। প্রদর্শনী-২ হতে প্রতীয়মান হয় যে, জমিদার নবীন চন্দ্র বিশ্বাস মরনে তৎ পুত্র ভারত চন্দ্র বিশ্বাস গং বকেয়া খাজনার দায়ে ফারছি গং দের বিরুদ্ধে পটিয়ার ৩য় মুন্সেফী আদালতে ১২৭৮/১৯৩৮ কর মামলা দায়ের করেন। প্রদর্শনী-২ (ক) ও ২(খ) পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত কর মামলা ডিক্রী হলে জমিদার ভারত চন্দ্র বিশ্বাস গং করজারি মামলা নং-২৭৩/১৯৪১ দায়ের করে। উক্ত মামলায় নালিশী ৩৮২ খতিয়ানের ভূমি সহ অনালিশী খতিয়ানের ভূমি আহমদ হোসেন নিলাম খরিদ করেন এবং বয়নামা ও দখল দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। প্রদর্শনী-৩ প্রকাশিত মতে, উক্ত আহমদ হোসেন নালিশী ৩৮২ খতিয়ানের ৯৮৯ ও ৯৯৪ দাগের (৬১ +৩) = ৬৪ শতক ভূমি সহ অনলিশী খতিয়ানের সম্পত্তি বিগত ০১/০১/১৯৫৩ ইং তারিখের কবলা মুলে আবদুছ ছত্তারের নিকট হস্তান্তকর করেন। উল্লেখ্য যে, ৩৮২ খতিয়ানের ৯৯০ দাগের ৪৯ শতক ভূমি রয়েছে যা আহমদ হোসেন হস্তান্তর করেছেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। প্রদর্শনী ৪ হতে প্রতীয়মান হয়, আবদুছ ছত্তার তাহার খরিদা সম্পত্তি ১৪/০৩/১৯৫৩ ইং তারিখের পাট্টামুলে গোলাম মোস্তফার নিকট বন্দোবস্তো প্রদান করেন। আরজি স্বীকৃতমতে গোলাম মোস্তফা মরনে তৎ জেরওয়ারীশ ১-১২ নং বাদীগণ ও আহমদ হোসেন মরনে ১৩-২২ নং বাদীগণ হয়। দাখিলী সমস্ত দলিলাদি একত্রে পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বাদীগণ তফসিল বর্নিত নালিশী আর এস ৩৮২ খতিয়ানের আর এস ৯৮৯ দাগে ৬১ শতক এবং ৯৯০ দাগে ৪৯ শতক সহ সর্বমোট ১১০ শতক ভূমিতে মৌরশীসূত্রে স্বত্ববান হন।

বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল মর্মে রেকর্ড হয়েছে মর্মে দাবি করেছেন। **প্রদর্শনী-১(ক)** বি এস ৯৪৭ খতিয়ান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, নালিশী আর এস ৯৮৯ ও ৯৯০ দাগের সামিল বি এস দাগ ২১০৬ ও ২১০৯। উক্ত ২১০৬ ও ২১০৯ দাগের সমুদয় ভূমির মালিক মৌরশীসূত্রে বাদীগণ হলেও তাদের অংশ বি এস খতিয়ানে সঠিকভাবে রেকর্ড হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং ইহাতে কোন সন্দেহ নেই যে, নালিশী সম্পত্তির বি এস খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধভাবে রেকর্ড হয়েছে। সাক্ষীগনের বক্তব্য হতে ইহা পরিস্কার যে তর্কিত সম্পত্তির বি এস খতিয়ান ভুলভাবে রেকর্ড হলেও বাদীগণ

নালিশী সম্পত্তিতে ভোগদখলে নিয়ত আছেন। সার্বিক পর্যালোচনায় বাদীপক্ষ সাক্ষ্য প্রমান দ্বারা নালিশী সম্পত্তিতে তাদের স্বত্ব ও দখল থাকার বিষয়টি প্রমান করতে সমর্থ হয়েছে বলে আমি বিবেচনা করি।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বিবাদীপক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ কাজে লাগাতে অবহেলায় করায়, বাদীপক্ষ হতে উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক প্রমাণাদি অলঙ্ঘনীয় প্রকৃতির মর্মে আমি বিবেচনা করি। এরুপ পরিস্থিতিতে উক্ত অবিসংবাদিত ও অবিকৃত সাক্ষ্যসমূহ গ্রহন করা এবং উক্ত অলঙ্ঘনীয় দালিলিক সাক্ষ্য ও আরজি বর্নিত বক্তব্যের উপর নির্ভর করা ব্যাতিরেকে আদালতের সম্মুখে বিকল্প কোন পথ খোলা নেই। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ তাহার আরজি প্রার্থিত মতে প্রতিকার পাবার হকদার বলে আমি মনে করি। সুতরাং অত্র মামলা ডিক্রিযোগ্য।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১-১২ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় ডিক্রি হলো।

এই মর্মে ঘোষনা করা যাচ্ছে, নালিশী ১ নং তফসিল বর্ণিত ভুমিতে বাদীগনের উত্তম ও অপরাজেয় স্বত্ব রহিয়াছে এবং উক্ত ভুমি সম্পর্কিত বি.এস ৯৪৭ নং খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যা বে-আইনী ও অকার্যকর এবং উহা বাদীগনের উপর বাধ্যকর নয়।

আমার স্বহস্তে লিখিত ও সংশোধিত

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম